সংবাদ

তারিখ ... 23 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

কুড়িগ্রামে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী স্কুলে নিয়োগ বাণিজ্য

প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম

দীর্ঘদিন ধরে কুড়িগ্রামের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলে জাল সনদে চাকরি করছেন ৩ শিক্ষক। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগে লিখিতভাবে অভিযোগ করা হলেও নেয়া হয়নি কোন প্রতিকার ব্যবস্থা। ফলে বেপরোয়া চক্রটি এবার সরকারি পরিপত্রকে পাশ কাটিয়ে ৬ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে হাতিয়ে নিয়েছে প্রায় ৩০ লাখ টাকা। এ ঘটনায় দুর্নীতিবাজদের শাস্তির জন্য একাধিক তদন্ত দল গঠন করা হলেও তা আলোর মুখ দেখেনি। উল্টো এই অনিয়মের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করায় সংবাদকর্মীকে দেখে নেয়ার হুমকি দেয়া হয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, বিগত দু'বৎসর আগে ৩ শিক্ষকের সার্টিফিকেট জালিয়াতির মাধ্যমে চাকরি করার বিষয়টি অভ্যন্তরীণ তদন্ত টিমে ধরা পড়ে। ৫ সদস্যের এই টিম অভিযোগ প্রমাণ করলেও নেয়া হয়নি আইনানুগ ব্যবস্থা। ফলে সরকার এখানে গচ্ছা দিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। কুড়িগ্রাম প্রতিবন্ধী স্কুল কমিটি ও সুইট বাংলাদেশের কিছু অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজসে ২০১৩ সালে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই ও সমাজসেবা অধিদপ্তরকে অবহিত না করেই গোপনে ৬ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেয়। লিখিত অভিযোগ জানা যায়, শিক্ষক বকুল হোসেন ১৯৮৮ সালে ৮ম শ্রেণি পাসের সনদ দিয়ে ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর পদে যোগদান করেন। ২০১০ সালে সরকার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অধীনে দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে। এসময় বকুল হোসেন এসএসসি পাসের সনদ দিয়ে শিক্ষক পদে পদোন্নতি পান। পরে তিনি ২৭ মার্চ ২০১৪ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে এসএসসিতে অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হন। ইলমুন নাহার ২০০২ সলে শিক্ষক পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৮ সলে খলিলগঞ্জ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় হতে তৃতীয় ভিাগ নিয়ে এসএসসি পাস করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন কাউনিয়া ডিগ্রি মহাবিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে ১৯৯১ সালে। তার চাকরিতে যোগদানের পূর্বে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র চাওয়া হয়নি। তিনি নিয়োগের জন্য আবেদন করেন ২৩ মে ২০০২ সলে কিন্তু একই বছরের ১৪ জুলাই তাকে নিয়োগপত্র প্রদান করেন সাধারণ সম্পাদক। চাকরিতে যোগদানের পর এইচএসসির সনদপত্র জমা দেন। কিন্তু দীর্ঘ ১৬বছর পর ২০০৭ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে জিপিএ-২.৮৫ নিয়ে এইচএসসি-পাসের সনদ জমা দেন। অপরদিকে সরকারি বিধি বিধানের তোয়াক্কা না করে গত ৩০ নভেম্বর ২০১৩ সালে সাদা কাগজে দরখাস্তআহ্বান করে প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে দেয়া হয়। সেখানে একটি শিক্ষক পদ ফাঁকা থাকলেও বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় শিক্ষকসহ ৬টি পদের জন্য। এই ৬টি পদে ৬ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষাধিক টাকার নিয়োগ বাণিজ্য হয়। নিয়োগকৃতরা হলেন, আমিনুল ইসলাম জুনিয়র সহকারী শিক্ষক পদে ২০১৩ সালের ১ অক্টোবর, নাসরিন আকতার জুনিয়র সহকারী শিক্ষক পদে ১ জুলাই ২০১৪ সালে, জুনিয়র সহকারী শিক্ষক পর্দে নাজমা বেগম একই বছরের ১৫ ডিসেম্বর, জুনিয়র সহকারী শিক্ষক পদে শামীমা খাতুন চলতি বছরের ২৭ আগষ্ট যোগদান করেই ১০ মাসের বিএসএড প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকায় রয়েছেন। এছাড়াও চলতি বছরের ভ্যান চালক কাম পিয়ন পদে জীবন চন্দ্র ১ ফেব্রুয়ারি এবং খাদিজা আকতার ১০ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা' ০৯ সালের ঘোষিত গেজেটে উল্লেখ রয়েছে অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগের সময় সিনিয়র সহ-শিক্ষক পদে স্নাতকসহ বিএসএড/এমএসএড এবং প্রশিক্ষণ ও ৭ বছরের অভিজ্ঞতা, জুনিয়র/সঙ্গীত ও শরীর চর্চা শিক্ষক পদে স্নাতকসহ বিএসএড এবং প্রশিক্ষণ ও ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা এবং আয়া, নৈশ্য প্রহরি/ভ্যানচালক, এমএলএসএস পদে অষ্টম শ্রেণী পাসের যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। কুড়িগ্রাম বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলটি ২০১০ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত সরকারি সুযোগ-সুবিধার আওতায় আসে। শুরু থেকে ওই প্রতিষ্ঠানি দুর্নীতির আখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিষ্ঠানে জালিয়াতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্তরা বর্তমানে বেতন উত্তোলন করছেন শিক্ষক বকুল হোসেন ১৯ হাজার ৯ টাকা, রাবেয়া খাতুন ১৮হাজার ৩৭২ টাকা, ইলমুন নাহার ১৩ হাজার ৫৭৫ টাকা। প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম বলেন, প্রতিষ্ঠানটিতে ২২০ জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী আছে। এরমধ্যে স্কুলবেজ ৯০ জন, হোমবেজ ১১০ জন এবং ২০ জন রয়েছে পুনর্বাসনে। তাদের জন্য ১৭ জন স্টাফ রয়েছে। এদের মধ্যে শিক্ষকসহ ৬ জনের সরকারি বিধি মোতাবেক নিয়োগ না হওয়া এবং বৈধ কাগজপত্র না থাকায় তাদের নিয়োগপত্র গ্রহণ করিনি। কেননা তদের অবৈধ উপায়ে সুইড বাংলাদেশ ও স্কুল কমিটির যোগসাজসে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগপত্র গ্রহণ না করায় তাকে চাকরিচ্যুত করাসহ বিভিন্ন প্রকারের হুমকি প্রদান করছে প্রভাবশালী মহলটি। বাংলাদেশ বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি কুড়িগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজার রহমান জানান, আমি চলতি বছরের মার্চ মাসে এই পদে এসেছি। আমার আগের কমিটি কিভাবে কি করেছে তা আমার জানা নেই। তবে আমিও কান কথা শুনেছি যে এই নিয়োগে একটা মোটা অংকের লেনদেন হয়েছে।

তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে জাল সনদে চাকরির অভিযোগ